দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 JAN 2008
পৃষ্ঠা 12 কলাম

36 Report

মাদ্রাসা বোর্ডের নীরবতা নিয়ে নানা প্রশ্ন

চড়ামূল্যের অননুমোদিত বই মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকায়

মোঃ আবিদুর রহিম

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনস্থ মাদ্রাসাসমূহের জন্য সরকার অনুমোদিত পাঠ্য তালিকা প্রকাশ না করায় এক শ্রেণীর প্রকাশক অননুমোদিত উচ্চমূল্যের বইসমূহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঠ্যভুক্ত করে নিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত বইসমূহের তালিকা বিজ্ঞপ্তি আকারে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের ন্যায় প্রকাশ না করায় বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যোগসাজশে প্রকাশকরা বিগত বছরের অননুমোদিত উচ্চমূল্যের বইসমূহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে নেয়ায় লাখ লাখ ছাত্রছাত্রী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অননুমোদিত বই ক্রয় করে প্রতারিত হচ্ছে। অভিযোগে বলা হয়েছে অননুমোদিত বই ক্রয়ের কারণে এসব ছাত্রছাত্রী সিলেবাস নিয়ে বিপাকে পড়বে। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে অননুমোদিত বইসমূহ পাঠ্য তালিকাভুক্ত না করার জন্য জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে পৃঃ ১৫ঃ কঃ ১

চড়ামূল্যের অননুমোদিত বই

১২-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শাস্তির উল্লেখসহ কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যে আশংকায় উক্ত নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে আশংকা (অর্থাৎ উচ্চমূল্যের পুরান অননুমোদিত বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে ছাত্রছাত্রীদের প্রতারিত করা) মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যমান। কিন্তু কি কারণে আশংকামুক্ত হওয়ার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে পাঠ্য বই-এর নাম এবং লেখকের নামসহ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করা হলো না তা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডই ভাল জানে। কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ডের এ অনিচ্ছার কারণে হাজার হাজার মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী ৩৬ থেকে ৬০ টাকা মূল্যের অনুমোদিত বই ক্রয় না করে ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় ক্রয় করে একদিকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অপরদিকে সিলেবাসের সাথে সংগতিহীন বই ক্রয় করে প্রতারিতও হচ্ছে। বছরের মাঝ পথে গিয়ে এ চক্রান্ত ছাত্রছাত্রীদের নিকট ধরা পড়লে ততক্ষণে অনেক পানি গড়িয়ে যাবে। এ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে সিলেবাস নিয়ে করুণ সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। উল্লেখ্য, গত ৫/১২/০৭ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুমতিবিহীন বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও সেখানে বইগুলোর লেখক এবং প্রকাশক-এর নাম উল্লেখ না থাকায় অসাধু প্রকাশকরা উচ্চ মূল্যের বই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে

বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপালগণের মতে এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষকদের মুক্ত করতে কালবিলম্ব না করে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উচিত অনুমোদিত পাঠ্য বই-এর তালিকা বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা।